



65853 - যবে অবস্থাগুলোতে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয়

প্রশ্ন

যবে অবস্থাগুলোতে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয়

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সম্ভবতঃ প্রশ্নকারী ভাই সবে অবস্থাগুলো জানতে চাচ্ছেন যবে সব ক্ষেত্রে নামাযে কবিলামুখী হওয়ার শর্ত মওকুফ হয় এবং কবিলামুখী না হলেও নামায শুদ্ধ হয়।

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি মধ্যযুগে রয়েছে: কবিলামুখী হওয়া। কবিলামুখী হওয়া ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। কনেনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে সবে নরিদশে দিয়েছেন এবং সবে নরিদশে পুনরাবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তুমি যখন থেকেই বের হও না কনে মসজিদে হারামরে দকি মুখ ফরিও; আর তোমরাও যখনই থাক না কনে, এই মসজিদে দকিই মুখ ফরিও।”[সূরা বাক্বারা, ২:১৫০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যখন মদনাত্বে এলেন তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দকি ফরিবে নামায আদায় করতেন, কাবাকে তাঁর পঠিরে দকি এবং শামকে (সরিয়াকে) তাঁর সামনের দকি রাখতেন। কিন্তু এরপরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন যবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এর বিপরীতটা করার বধিান নাযলি করবেন। সবে কারণে তিনি আকাশরে পানে বারবার মুখ ফরোতনে কখন জব্রাইল (আঃ) কাবার দকি মুখ ফরোনের ওহ নিয়িবে নাযলি হবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি আপনাকে বারবার আকাশরে দকি তাকাত্বে দেখি। তাই অবশ্যই আমি আপনাকে আপনার পছন্দরে এক কবিলার দকি ফরোব। আপনি মসজিদে হারামরে দকি আপনার মুখ ফরান।”[সূরা বাক্বারা, ২:১৪৪]

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মসজিদে হারামরে দকি মুখ ফরানরে নরিদশে দিয়েছেন; তবে তিনি মাসয়ালায় এর ব্যতিক্রম হবে:

১। যদ কটে অক্ষম হয়। যমেন অসুস্থ ব্যক্তি যার চহোরা কবিলার দকি নয় এবং যার পক্ষে কবিলামুখী হওয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় তার কবিলামুখী হওয়ার বধিান মওকুফ হবে। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “অতএব যতটা পার আল্লাহকে ভয় কর।”[সূরা তাগাবুন, ৬৪:১৬] এবং আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে দয়তিব আরোপ করেন না।”[সূরা



বাক্বারা, ২:২৮৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যদি আমি তোমাদেরকে কোন আদেশে করি তাহলে সাধ্যানুযায়ী সটো পালন কর।”[সহিহ বুখারী (৭২৮৮) ও সহিহ মুসলমি (১৩৩৭)]

২। যদি কটে ভীভর ভয়রে মধ্যযে থাকে। যমেন— কোন মানুয তার শত্রু থেকে পালাতে থাকে, কথিবা কোন হংস্র প্রাণী থেকে পালাতে থাকে, কথিবা বন্যার পানি থেকে পালাতে থাকে। এক্ষত্রে য়ে দকি়ে তার চহোরা থাকে সে দকি়ে ফরি়ে নামায পড়বে। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর যদি তোমাদেরে ভয় থাকে তাহলে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায আদায় করবে)। অতঃপর যখন তোমরা নরি়াপদ হবে তখন আল্লাহকে সেভেবহে যকিরি (স্মরণ) করবে যভেবে তনি তোমাদেরে শখিয়িছেনে, যা তোমরা (আগে) জানতে না।”[সূরা বাক্বারা, ২:২৩৯]

আল্লাহর বাণী: “তোমাদেরে ভয় থাকে” য়ে কোন ধরণরে ভয়কে শামলি করে এবং তাঁর বাণী: “অতঃপর যখন তোমরা নরি়াপদ হবে তখন আল্লাহকে সেভেবহে যকিরি (স্মরণ) করবে যভেবে তনি তোমাদেরে শখিয়িছেনে, যা তোমরা (আগে) জানতে না।” প্রমাণ করে য়ে, মানুয ভয়বশতঃ কোন ধরণরে যকিরি বর্জন করলে তাতে কোন অসুবিধা নহে। কবিলামুখী হওয়াটাও যকিরিরে অন্তর্ভুক্ত।

ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদিসিও প্রমাণ করে য়ে, য়ে কোন আমল ওয়াজবি হওয়াটা সামর্থ্যরে সাথে সম্পৃক্ত।

৩। সফর অবস্থায় নফল নামাযরে ক্ষত্রে; সটো বমিনে হোক কথিবা গাড়ীতে হোক কথিবা উটরে পঠি়ে হোক; এক্ষত্রে তার চহোরা য়ে দকি়েই থাকুক না কনে; যমেন- বতিরিরে নামায, কয়ামুল লাইল ও ইশরাকরে নামায ইত্যাদি।

মুকীম ব্যক্তরি মত মুসাফরিরেও উচতি সকল নফল নামায আদায় করা; কবেল য়োহর, মাগরবি ও এশার সুননত নামাযগুলো ব্যতীত। কারণ সফরে এ নামাযগুলো না-পড়াই সুননত। মুসাফরি যখন চলন্ত অবস্থায় নফল নামায পড়তে চাইবনে তখন তার চহোরা য়ে দকি়েই হোক না কনে তনি নামায পড়তে পারবনে। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলমি়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটাই সাব্যস্ত আছে।

এ তনিটি মাসয়ালার ক্ষত্রে কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি নয়।

পক্ষান্তরে, কটে কবিলার দকি়ে না জানলেও তার উপর কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি। তনি যদি কবিলার দকি়ে নরি়দষ্টি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করনে এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা সত্ববেও পরবর্তীতে যদি তার ভুল প্রমাণতি হয় তাহলে তাকে সে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। তবে, তার ক্ষত্রে আমরা এ কথা বলব না য়ে, তার উপর কবিলামুখী হওয়া মওকুফ করা হয়ছে। বরং তার উপরেও কবিলামুখী হওয়া ওয়াজবি এবং সে তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। সে যদি তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পর তার ভুল ধরা পড়ে তাহলে সে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। এর দললি হচ্ছে সাহাবায়ে কেরোমদেরে মধ্যযে যারা কবিলা পরবির্তনরে খবর পায়নি তারা একদনি ক্বুবা মসজদি়ে ফজররে নামায পড়ছিলনে। এমন সময় এক লোক এসে বলল: আজ



রাতের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কাবামুখী হওয়ার নির্দেশে দাওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কাবার দিকে ফিরে যাও। সবে সময় তাদের মুখ ছিল শামের দিকে। তখন তারা কাবার দিকে ঘুরে গেলেন। [সহিহ বুখারী (৪০৩) ও সহিহ মুসলিম (৫২৬)] কাবা শরীফ ছিল তাদের পছন্দের দিকে। তারা নামায অব্যাহত রেখে ঘুরে গেলেন এবং কাবাকে তাদের সামনে করলেন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ঘটছে; কিন্তু এ আমলের কোন সমালোচনা করা হয়নি। অতএব, এটি শরিয়তানুমোদিত। অর্থাৎ কোন মানুষ যদি কবিলা চিনতে ভুল করে তাহলে সবে নামায পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজবি নয়। কিন্তু যদি নামাযের মধ্যে তার ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তখনই কবিলামুখী হওয়া তার উপর ওয়াজবি।

কবিলামুখী হওয়া নামাযের একটি শর্ত। এ শর্ত পূরণ করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না। পূর্বোল্লিখিত তিনটি স্থান ব্যতীত। কবিলা কোন মানুষ যদি জানার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ববে ভুল করে। [সমাপ্ত]

"মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন" (১২/৪৩৩-৪৩৫)

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।